দৈনিক বাংলা

65

তারিখ ... 19 APR 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৭ ...

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস দমনে আইন প্রয়োগ সংস্থার সাহায্য দরকারঃ ভিসি

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এম মনিরুজ্জামান মিঞা বলেছেন, সন্ত্রাসের কাছে নতি স্বীকার করে বারবার ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া সন্ত্রাসের কাছে এক ধরনের নৈতিক পরাজয়। বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রেখেই সন্ত্রাস বন্ধের উদ্যোগ নেয়া যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা গতকাল সকাল এগারটায় তার অফিসে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর সংগে আলাপকালে একথা বলেন। জেবা রহমান, হামিদ কায়সার, মারুফ এনায়েত, ইয়াসমীন আরা ডলি, কাজী নাজিয়া হক ও আবদুস সামাদ রিজভী নামের এই ছাত্র-ছাত্রীরা সম্প্রতি দৈনিক বাংলার সাথে সাক্ষাৎকারে সন্ত্রাস বন্ধে কার্যকরী উদ্যোগ নেয়ার জন্য ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতি আহবান

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস দমনে

(প্রথম পৃঃ পর)

জানিয়েছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা গতকাল তাদের তাঁর অফিসে ডেকে পাঠান এবং বিশ্ব-বিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে খোলাখুলি মত বিনিময় করেন।

প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তাদের চিন্তা-ভাবনা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কোন অদৃশ্য দেয়াল থাক তা আমি চাই না। তিনি বলেন, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা, ন্যায় বিচার ও সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে অতীত দিনগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর সমস্যা জমে গেছে। রাতারাতি এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আমি যতদিন বর্তমান পদে অধিষ্ঠিত আছি, ততদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যায় বিচার ও প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করব।

সন্ত্রাস প্রসঙ্গে প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, ক্যাম্পাসে সশস্ত্র সশস্ত্র সন্ত্রাস ঠেকানোর কোন কার্যকর মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নেই। আমরা যা পারি তা হলো সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা। সশস্ত্র সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশী বলে উল্লেখ করে প্রফেসর মিঞা বলেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব নয়।

প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, সিনেট না থাকাতে বিশ্ব-বিদ্যালয় নিয়ে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। আগামী ৩রা মে সিনেট অধিবেশন আহবান করা হয়েছে। সিনেট অধিবেশন বসলে সুষ্ঠুভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক বাধা অপসারিত হবে।

তিনি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য ছাত্র-ছাত্রী এবং অভি-ভাবকদের প্রতি আহবান জানান।